ভোরের কাগজ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা 4 কলাম ...

NOV. 02 2002

সম্পাদকীয়

ঢাকা শনিবার ১৮ কার্তিক ১৪০৯
২ নভেম্বর ২০০২

ছাত্রের হাতে শিক্ষক খুন

ল্যাবরেটরি স্কুলের শিক্ষক স্বপন গোস্বামী খুন হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই গোয়েন্দা পুলিশ যথেষ্ট তৎপরতা দেখিয়ে হত্যাকারী দলের একজন ও পরিকল্পনাকারীদের গ্রেপ্তার করতে পেরেছে। এই হত্যাকাণ্ডের কারণ ও পটভূমি সম্পর্কে এখন পর্যন্ত যেসব তথ্য উদঘাটিত হয়েছে তা পত্রিকায় পড়ে মানুষ হতবাক ও স্তম্ভিত হয়ে পড়েছেন। এর আগে শোনা গিয়েছিল যে, জায়গা-জমি সংক্রান্ত বিরোধের কারণে শিক্ষক স্বপন গোস্বামী খুন হয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু এখন জানা যাচ্ছে প্রকৃত ঘটনা তা নয়। হতভাগ্য শিক্ষককে পেশাদার খুনি লাগিয়ে হত্যা করিয়েছে তারই দুই কিশোর ছাত্র। ল্যাবরেটরি স্কুলের সপ্তম শ্রেণী পড়ুয়া এই দুই কিশোরের একজন পরীক্ষায় ফেল করার জন্য প্রমোশন না পাওয়ায় এবং অপরজন নকলের দায়ে বহিস্কৃত হওয়ায় শিক্ষক স্বপন গোস্বামীর ওপর ক্ষিপ্ত হয়। এবং পরিকল্পিতভাবে খুনি ভাড়া করে হত্যাকাণ্ড ঘটায়।

দুই ছাত্র শান্তনু ও আপন লেখাপড়ায় ভালো ছিল না। গত পরীক্ষায় শান্তনু ফলাফল খারাপ করায় শ্রেণী শিক্ষক স্বপন গোস্বামীর সুপারিশে তাকে ডিমোশন দেওয়া হয়। তাছাড়া তার উদ্ধত আচরণের জন্য শিক্ষক তাকে ক্লাসে প্রায়ই শাস্তি দিতেন। অপর ছাত্র আপনকে নকল করার দায়ে তিনি বহিষ্কার করেছিলেন। এ কারণে দু ছাত্রই তার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে হত্যার পরিকল্পনা করে।

ছাত্রের বিরুদ্ধে একাডেমিক পদক্ষেপ নেওয়ার 'অপরাধে' একজন শিক্ষককে ভাড়া করা খুনির হাতে নিহত হতে হলো— এ এক অকল্পনীয় এবং প্রায় অবিশ্বাস্য ঘটনা। এ ঘটনা প্রমাণ করে সন্ত্রাসী মনোবৃত্তি সমাজের তরুণতর প্রজন্মগুলোর মধ্যে কিভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। দু এক প্রজন্ম আগেও শিক্ষকদের শ্রদ্ধা-সম্মান ও ভয়ের চোখে দেখতো ছাত্ররা। শিক্ষকের মারধর, শাসন, শাস্তি কখনো কখনো নিশ্চয়ই সীমা ছাড়িয়ে যায়, কিন্তু তা মাথা পেতে নেওয়াটাই ছিল রীতি। ছাত্রের মনে ক্ষোভ-অপমানের সঞ্চার হলেও কখনো প্রতিশোধস্পৃহা বা জিঘাংসা জেগে উঠতে পারে এটা অচিন্তনীয় ছিল। কিন্তু তাই হচ্ছে। ছাত্রকে শাসন করতে গিয়ে শিক্ষককে নিহত হতে হচ্ছে। এরপর কি কোনো শিক্ষকের মনে ছাত্রদের শাসন করার বা অসদাচরণের জন্য একাডেমিক পদক্ষেপ নেওয়ার মতো সাহস হবে? এটাও একটা ভীতিকর ব্যাপার যে সপ্তম শ্রেণী পড়ুয়া দুই নাবালক ছাত্রের পক্ষে লাখ টাকা দিয়ে পেশাদার খুনি ভাড়া করার মতো দুঃসাহসিক কাজ করা সম্ভব হয়েছে। খুনি ভাড়া করা এতোই সহজ হয়ে গেছে যে, তুচ্ছ কারণে একটি হত্যাকাণ্ড ঘটানো যেন এখন কোনো ব্যাপারই নয়।

ছাত্রকে শাসন করতে গিয়ে শিক্ষককে নিহত হতে হচ্ছে। এরপর কি কোনো শিক্ষকের মনে ছাত্রদের শাসন করার বা অসদাচরণের জন্য একাডেমিক পদক্ষেপ নেওয়ার মতো সাহস হবে? এটাও একটা ভীতিকর ব্যাপার যে সপ্তম শ্রেণী পড়ুয়া দুই নাবালক ছাত্রের পক্ষে লাখ টাকা দিয়ে পেশাদার খুনি ভাড়া করার মতো দুঃসাহসিক কাজ করা সম্ভব হয়েছে।

এখন দেশে সন্ত্রাসবিরোধী সেনা অভিযান চলছে। এরই মধ্যে শিক্ষক হত্যাকাণ্ডটি আমাদের মনে করিয়ে দিলো যে, সন্ত্রাসের শিকড় সমাজের কতো গভীরে চলে গেছে। বলাবাহুল্য যে, এই প্রবণতা শুধু সেনা অভিযান দিয়ে দমন করা সম্ভব নয়। এ জন্য আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নৈতিক মূল্যবোধ, শ্রদ্ধা-সম্মান-শিক্ষা দিয়ে সমাজের মানসিকতার পরিবর্তন আনতে হবে। আপাতত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ করণীয় হলো এ হত্যাকাণ্ডের মতো চাঞ্চল্যকর প্রতিটি ঘটনার দ্রুত বিচার ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক কঠোর শাস্তি অবিলম্বে কার্যকর করা। সমাজে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনার জন্য আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই।